হুজ্জাতুল ইসলাম মাওলানা মুহাম্মাদ

# কাসেম নানুতবি রহ.

# জীবন ও কর্ম

এই গ্রন্থের স্বত্ব প্রকাশকের নিকট সংরক্ষিত। অনুমতি ব্যতীত এই বইয়ের কোনো অংশ যেকোনো উপায়ে ইলেক্ট্রনিক বা প্রিন্ট মিডিয়ায় পুনঃপ্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা, ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং আইনত দণ্ডনীয়। শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকেও এ কাজ নাজায়েজ।

হুজ্জাতুল ইসলাম মাওলানা মুহাম্মাদ

# কাসেম নানুতবি রহ.
# জীবন ও কর্ম

হজরত মাওলানা ইয়াকুব নানুতবি রহ.

আবদুর রশীদ তারাপাশী
অনূদিত

ইত্তিহাদ
পাবলিকেশন

**হুজ্জাতুল ইসলাম মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম নানুতবি রহ. : জীবন ও কর্ম**

মূল : মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকুব নানুতবি রহ.
অনুবাদ : আবদুর রশীদ তারাপাশী
সম্পাদনা : মুতিউল মুরসালিন
বানান : রাশেদ মুহাম্মাদ
প্রচ্ছদ : কাজী যুবাইর মাহমুদ
অঙ্গসজ্জা : শামীম আল হুসাইন

প্রকাশক : মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক
প্রকাশকাল : অক্টোবর ২০২৩
স্বত্ব : ইত্তিহাদ পাবলিকেশন

**মূল্য :** ১৮০ (একশত আশি) টাকা মাত্র

**বিক্রয়কেন্দ্র**
কওমি মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
০১৯৭৯-৭৬৪৯২৬, ০১৮৪৩-৯৮৪৯৮৪
www.ettihadpublication.com
অনলাইন পরিবেশক : রকমারি, ওয়াফিলাইফ, সহিফাহ

# অনুবাদকের কথা

আকাবিরদের জীবনী পাঠ ও চর্চায় রয়েছে সমকালকে বুঝে ওঠার শ্রেষ্ঠ উপাদান। কারণ, তাদের জীবনের সমস্যা-সংকট একটু ভিন্নরূপে হলেও আমাদের যাপিত জীবনেও দেখা দেয়। ফলে নিজেদের জীবনপথ মসৃণ করতে এবং আত্মা ও পরিকল্পনাকে সমৃদ্ধকরণার্থেই তাদেরকে জানা ও চেনা জরুরি।

ইত্তিহাদকে ধন্যবাদ, তারা অধমকে দিয়ে এমন একজন মনীষীর জীবনী অনুবাদ করিয়েছে—যিনি ছিলেন উপমহাদেশের ইসলাম ও মুসলমানদের এক দরদি রাহবার। মুহাম্মাদি চিন্তা-চেতনা ও আদর্শকে এই ভূখণ্ডে ছড়িয়ে দেওয়ার পেছনে যাদের অবদান কখনো বিস্মৃত হওয়ার নয়—তিনি তাদের অন্যতম। যার সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তার পীর ও মুর্শিদ হাজি ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কি রহ. বলেছিলেন—'এমন লোক সাধারণত আগেকার যুগে জন্ম নিতেন। বহুকাল ধরে বিশ্বে এমন মানুষের জন্ম হয়নি।'

ইংরেজ-বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম সিপাহসালার, দারুল উলুম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা, উপমহাদেশের জ্ঞান ও চিন্তাজগতের পথিকৃত মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম নানুতুবি—নামটি শুনলে আবেগে ধরে রাখা দায় হয়ে পড়ে। শ্রদ্ধায় নুয়ে আসে সমস্ত কিছু। কী বিপুল বিস্ময়কর জীবন তার। উম্মাহর কল্যাণচিন্তায় যিনি ভুলে গিয়েছিলেন নিজেকে। ভুলে গিয়েছিলেন যৌবনের স্বাভাবিক চাহিদা-স্বভাব। ইসলাম আর মুসলিমের প্রতি এমন ত্যাগ ও কুরবানির ফলেই তো তিনি বরিত হয়ে আছেন 'হুজ্জাতুল ইসলাম' অভিধায়।

এই মনীষীকে কেবল আকাবির হিসেবেই পাঠ করা জরুরি নয়; জরুরি আমাদের ইলম ও চিন্তার সিলসিলার ধারক আর প্রচারক হিসেবেও। জরুরি দাঈ ইলাল্লাহর পথ ও পন্থা আর পরিচয় জানার প্রয়োজন হিসেবেও। তার জীবনের সমূহ বাঁক স্মৃতিতে তুলে রাখা দরকার নিজেকে কল্যাণের পথে যাত্রী হিসেবে প্রমাণিত করার জন্য।

ব্যক্তিকে নির্ভুল এবং বিপুলভাবে জানা যায় তার নিকটজনদের কাছ থেকে। নানুতবির বক্ষ্যমাণ জীবনীগ্রন্থটি লিখেছেন তার বাল্যকালের সাথি, শিক্ষাজীবনের সতীর্থ, কৈশোর ও যৌবনের বন্ধু মাওলানা ইয়াকুব নানুতবি রহ.। ফলে তথ্যের বিশ্বস্ততায় এই গ্রন্থের অবস্থান নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠত্বের উচ্চাসনে।

মাওলানা ইয়াকুব নানুতবির লেখা এই পুস্তিকা মূলত কোনো জীবনীগ্রন্থ নয়, এটি একটি স্মরণিকা বলা যেতে পারে। নিকটজনদের পীড়াপীড়িতে বাধ্য হয়ে তিনি দুকলম লিখতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। এতে ছিল না কোনো প্রকার গ্রন্থিত বিন্যাস। ইয়াকুব নানুতুবি রহ. কর্তৃক এ পুস্তিকার ভাষাও প্রাচীন উর্দু ধাঁচের। তার বর্ণনাভঙ্গি অক্ষত রাখার উদ্দেশ্যে অনুবাদের ভাষায়ও যথাসম্ভব সারল্য ধরে রাখার প্রয়াস চালানো হয়েছে। সহজ-সরলভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে উপস্থাপিত বিষয়াবলি।

পুস্তিকাটি ছোট হলেও বিশিষ্ট মুহাক্কিক আলেম আল্লামা নুরুল হাসান রাশিদ কান্ধলভি কর্তৃক সম্পাদনা, শিরোনাম বিন্যাস ও টীকা সংযোগ শুধু পুস্তিকাটির মানই বৃদ্ধি করেনি; বরং একে একটি গবেষণামূলক গ্রন্থের স্তরে পৌঁছে দিয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা গ্রন্থটি থেকে আমাদের উপকৃত হওয়ার তাওফিক দান করুন। তাওফিক দান করুন নানুতবি চিন্তা ও আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে মুহাম্মাদি মিশনের সৈনিক হওয়ার। আমিন।

আবদুর রশীদ তারাপাশী

# সূচিপত্র


**প্রাক কথন** ..... **১২**
হামদ ও নাত ..... ২২
কৈফিয়ত ..... ২৩
**জীবনচরিতের শুরুর কথা** ..... ২৫
মাওলানার জন্ম তারিখ ..... ২৫
মাওলানা সাহেবের পিতা ..... ২৭
স্বপ্ন-ব্যাখ্যায় মাওলানার দাদার দক্ষতা এবং তার স্বপ্নগুলোর ব্যাখ্যা ..... ২৮
হজরত মাওলানা এবং মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকুবের বংশ এক ..... ২৮
মাওলানার নানা ..... ২৯
ঊর্ধ্বতন দাদা মৌলভি মুহাম্মাদ হাশিম ..... ৩০
মাওলানার ভাইবোন এবং উপরের ক্রমধারা ..... ৩০
মাওলানার স্বভাবজাত উন্নত গুণাবলি ..... ৩০
একটি পারিবারিক সমস্যায় মাওলানার দেওবন্দ সফর ..... ৩২
দেওবন্দের মৌলভি মাহতাব আলির মক্তবে শিক্ষার্জন শুরু ..... ৩২
মাওলানা সাহেবের নানার ইন্তেকাল ..... ৩২
খেলাধুলায় দক্ষতা এবং ভয়ডরহীনতা ..... ৩৩
শিক্ষার উদ্দেশ্যে মাওলানা মামলুক আলির সঙ্গে দিল্লি সফর ..... ৩৩
বিতর্কে সমবয়েসিদের মধ্যে বিশেষ অবস্থান : শিক্ষার্জনে দ্রুত উন্নতি ..... ৩৫
শাহ আবদুল গনি থেকে হাদিসের দরস : হাজি সাহেবের হাতে বায়আত ..... ৩৮
সরকারি আরবি মাদরাসায় (দিল্লি কলেজ) ভর্তি ..... ৩৯
মাতবায়ে আহমাদির সম্পাদক ..... ৪১
মাওলানা মামলুক আলির শেষ শয্যায় মাওলানা কাসেমের খেদমত : মাওলানার ইন্তেকালের পর তার বাড়িতে মাওলানার অবস্থান ..... ৪২

স্বভাবজাত সারল্য ৪৩
দারুল বাকা ও মাতবায়ে আহমাদিতে অবস্থান এবং বুখারি শরিফের হাশিয়া পূর্ণতা প্রদান ৪৪
উদ্যম এবং একাকিত্ব পছন্দ ৪৬
আত্মহারা এবং নিজেকে ভুলে যাওয়ার অবস্থা ৪৬
ধৈর্য-সহ্যক্ষমতা এবং কথা কম বলা ৪৬
বিনয় ৪৭
মামুলি পোশাক এবং নিজেকে লুকানোর প্রচণ্ড তাড়না ৪৭
মুজাফফর হুসাইন কান্ধলভির নির্দেশে প্রথম ওয়াজ ৪৮
তাকওয়া ও সুন্নতে রাসুলের অনুসরণের ক্ষেত্রে মাওলানা মুজাফফর হুসাইন কান্ধলভির উন্নত অবস্থান ৪৯
ছাত্রজীবন থেকেই মাওলানা মুজাফফর হুসাইনের প্রতি তার ভক্তি ৪৯
হজরত হাজি ইমদাদুল্লাহর সঙ্গে পরিচিতি ৫০
বিয়ে, তাওয়াক্কুল ও দানশীল ৫০
মাওলানার স্ত্রীর আতিথ্য ও উদারতা ৫১
মেহমানদারি জন্য বেশি পরিমাণ চাউল ও ঘিয়ের ব্যবস্থা ৫২
মাওলানার বাল্যকালের একটি স্বপ্ন ও এর ব্যাখ্যা ৫২
মাওলানার আল্লাহ-নির্ভরতা এবং দুনিয়াবিমুখতা দেখে পিতার চিন্তা এবং দোয়ার আগ্রহ ৫২
হাজি ইমদাদুল্লাহর দৃষ্টিতে মাওলানার অবস্থান ও মর্যাদা ৫৩
মাওলানার লেখা ও বক্তৃতা সংরক্ষণে হজরত হাজি সাহেবের তাগিদ ৫৪
সন্তান না হওয়ায় পিতার দুঃখ এবং সন্তানের বিবরণ ৫৪
পিতার আনুগত্য এবং হুঁকো ভরার খেদমত ৫৬
মসজিদে থাকার আগ্রহ এবং কঠিন মুজাহাদা ৫৬
প্রচুর সাধনা ৫৬
ইলম ও প্রজ্ঞার আগমন এবং আত্মসংবরণে পূর্ণতা ৫৭
হজরতের ওপর এক সাধকের প্রভাব ফেলার প্রয়াস এবং লজ্জিত হওয়া ৫৭
মাওলানা ইয়াকুবের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য রুড়কি গমন ৫৮
১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে বিপ্লবকালীন দুঃসাহস ৫৮
মাওলানার শান্ত স্বভাব, তবে শত্রুর মোকাবেলায় দুঃসাহস ৫৯
শত্রুর মোকাবেলা এবং বন্দুকের গুলির প্রতিক্রিয়া ৫৯
১৮৫৭ সালের যুদ্ধোত্তর আত্মগোপন : তল্লাশি এবং বিভিন্ন স্থানে সফর ৬০

হজের সফরে পথিমধ্যে দৈনিক কুরআন মুখস্থ করা এবং তারাবিতে তা তেলাওয়াত করে শোনানো ৬১
ইংরেজদের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার পর বাড়িতে অবস্থান এবং মাতবায়ে মুজতাবায়িতে চাকরি ৬২
দারুল উলুম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠা এবং তাতে অংশগ্রহণ ও পৃষ্ঠপোষকতা ৬৪
দ্বিতীয়বার হজ এবং ফিরে এসে দিল্লিতে অবস্থান ৬৫
মাওলানার রচনার ভান্ডার এবং তার শাগরেদগণ ৬৬
দিল্লির এখানে-সেখানে পাদরিদের সমাবেশ এবং ছাত্রদের নিয়ে পাদরিদের সঙ্গে মাওলানার বিতর্ক ৬৭
চান্দাপুরের 'খোদা চেনা' মেলায় উপস্থিতি এবং তাকরিরে দিলপজির ৬৮
চান্দাপুর অভিমুখে দ্বিতীয় সফর এবং দ্বিতীয় বিতর্ক ৬৯
শেষ হজের সফর ৭৩
সফর থেকে ফেরার সময় জাহাজে কষ্ট এবং রোগের সূচনা ৭৪
আদনে কোয়ারেন্টাইন : মাকাল্লায় অবস্থান এবং অসুস্থতা বৃদ্ধি ৭৫
পণ্ডিত দয়ানন্দের অভিযোগের জবাব : বিতর্কের জন্য রুড়কি গমন ৭৬
রুড়কি থেকে ফিরে আসার পর 'কিবলানামা' প্রণয়ন ৭৭
পণ্ডিত দয়ানন্দের মিরাট গমন এবং হজরতের উপস্থিতি ৭৭
আবার রোগের আক্রমণ : রোগের স্থায়িত্ব এবং এটাই হয় মৃত্যুর কারণ ৭৮
শেষবারের মতো রুগ্‌ণাবস্থা ৮০
শেষ সফর রোগবৃদ্ধি ও ইন্তেকাল ৮০
ইন্তেকাল ৮১
মাওলানার মৃত্যুতে অধিক শোক ৮২
গাঙ্গুহির আগমন এবং ব্যথাতুর অবস্থায় প্রত্যাগমন ৮২
মাওলানা আহমাদ আলি মুহাদ্দিস সাহেবের ইন্তেকাল ৮২
মাওলানার ইন্তেকালের সময় তার বাচ্চাদের বয়স ৮৩
মাওলানার কন্যা এবং তাদের স্বামীগণ ৮৩
মাওলানার বিশেষ কজন শাগরেদ এবং তাদের শীর্ষে ছিলেন যারা ৮৬
বায়আত ও ইজাজতে মাওলানার অবস্থান ৮৮
মাওলানার ইন্তেকাল নিয়ে উচ্চারিত কিছু ঐতিহাসিক বাক্য ৮৮
সংযুক্তি ৯৩

# নতুন সংস্করণের মুহূর্তে

হালাতে তায়্যিব, হজরত মাওলানা কাসেম নানুতবি রহ. হজরত ইয়াকুব নানুতবি রহ.-এর একটি চমৎকার রচনা। গ্রন্থটি মাওলানা কাসেম নানুতবির জীবনী নিয়ে লিখিত সকল গ্রন্থের তুলনায় সর্বাধিক প্রাচীন। লেখক বিবেচনায় সবচেয়ে বেশি মর্যাদাবহ এবং তথ্যাদির দিক দিয়ে অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও গুরুত্বপূর্ণ। সম্ভবত হজরত ইয়াকুব নানুতবির দিকনির্দেশনায় মাওলানা কাসেম নানুতবির ইন্তেকালের মাত্র পাঁচ মাসের মাথায় ছোট্ট এ পুস্তিকাটি 'মাতবাআ সাদিকুল আনওয়ার' ভাওয়ালপুর প্রকাশ করেছিল। একই বছর, অর্থাৎ ১২৯৭ হিজরিতে এই ছাপাখানা থেকে আরেকটি সংস্করণ প্রকাশ পেয়েছিল। এরপর দিল্লি ও দেওবন্দের বিভিন্ন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ও মাকতাবাসমূহ বারবার এটি প্রকাশ করতে থাকে; কিন্তু হতাশার ব্যাপার হচ্ছে, মাওলানা ইয়াকুব রহ.-এর নামের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করে ছাপালেও কেউই তাদের কপিগুলোকে তার মূল কপির সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়ার সেই কষ্টটুকু করেননি।

ফলে যে কপিগুলো ছেপে আসে, সেগুলোর এবং মাওলানা ইয়াকুব সাহেবের তত্ত্বাবধানে ছেপে আসা কপির মধ্যে কিছু জায়গায় বাক্য ও শব্দগত বেশ গড়মিল পরিলক্ষিত হয়। এজন্য জীবনী রচনা, দিয়ানতদারি ও আমানতদারির চাহিদা ছিল— একটি বিশুদ্ধ কপিই ছেপে আসবে। এই প্রয়োজনীয়তার দিকে দৃষ্টি রেখেই আমি মাওলানা ইয়াকুব সাহেবের নিজ হাতের ছাপানো সর্বপ্রথম কপিটি সামনে রেখে এই জীবনচরিত বিন্যস্ত করেছি। এর মধ্যে উপশিরোনাম যুক্ত করেছি। আর যেসব বিষয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও গবেষণার দাবিদার ছিল, সেসব বিষয়ে টীকা সংযুক্ত করেছি। উল্লেখকৃত কিছু সন-তারিখ ঠিক করেছি। এ ছাড়া বিভিন্ন উৎস থেকে নানান বিষয় পূর্ণতা দেওয়ার চেষ্টা করেছি।

এই নতুন বিন্যস্ত ও সম্পাদিত কপি, আমার সংকলন কাসিমুল উলুম হজরত মাওলানা কাসেম নানুতবি আহওয়াল ওয়া আসার, বাকিয়াত ও মুতাআল্লিকাত গ্রন্থে

যুক্ত করে নিয়েছি, যা প্রথমবার 'মুফতি এলাহি বখশ একাডেমি কান্দালা' থেকে ১৪১২ হিজরি মোতাবেক ২০০০ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। একই সময় সেটি লাহোর থেকেও ছাপা হয়েছিল। এখানে সেই কপি, যা কাসিমুল উলুম সংকলনে যুক্ত ছিল, কল্যাণ বিবেচনায় আলাদা পুস্তিকাকারে ছাপা হচ্ছে।

এই সংস্করণে বছরের সংযুক্তি, বর্ণনার পরম্পরা এবং সম্পাদনা—বিশেষ করে ভূমিকায় পুনর্মূল্যায়ন করা হয়েছে। শেষদিকে উৎসগ্রন্থ এবং নির্ঘণ্ট যোগ করা হয়েছে, যার মাধ্যমে এর মূলে পৌঁছানো সহজসাধ্য হবে ইনশাআল্লাহ।

وما توفيقى الا بالله عليه توكلت واليه انيب

নুরুল হাসান রাশিদ কান্ধলভি
মুফতি এলাহি বখশ একাডেমি কান্দালা, শামেলি (মুজাফফর নগর)
২৭শে জুমাদাল উলা, ১৪৩৫ হিজরি।

# প্রাক কথন

সকল প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার, দরুদ ও সালাম রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর।

এ পর্যন্ত কাসিমুল উলুম হজরত মাওলানা কাসেম নানুতবির জীবনচরিত নিয়ে যেসব গ্রন্থ প্রকাশ পেয়েছে এবং যেগুলো সাধারণত বাজারে বিদ্যমান, এর মধ্যে হজরত মাওলানা ইয়াকুব নানুতবির লিখিত ছোট্ট একটি পুস্তিকা—হালাতে তায়্যিব মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেমও একটি। এটি হালাতে হজরত মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম অথবা তাজকিরায়ে মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম নানুতবি নামে বারবার প্রকাশ পেয়েছে। এটিই মাওলানাকে নিয়ে লিখিত সবচেয়ে প্রাচীন জীবনী বা স্মারক।

সংক্ষিপ্ত এই পুস্তিকাটি নিয়মতান্ত্রিক কোনো জীবনী বা তাজকিরা না হলেও এর মধ্যে দুষ্প্রাপ্য তথ্যাবলি ও বৈশিষ্ট্য মাওলানা ইয়াকুব-পরবর্তী সব রচনা থেকে এর মূল্য অনেক ভারী। বলতে গেলে, মাওলানাকে নিয়ে যেসকল কিতাব লেখা হয়েছে, সম্ভবত সেগুলোর মধ্যে তার ছাত্র, ভক্ত ও অনুরক্তদের লেখা জীবনী এত বেশি মর্যাদা পায়নি, যেটুকু মর্যাদা এই ছোট্ট পুস্তিকা পেয়েছে।

কারণ বোধ হয় এটাই যে, মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকুব মাওলানা কাসেমকে একেবারে বাল্যকাল থেকে খুব নিকট থেকে দেখেছেন। তারা ছিলেন একই পরিবারে, একই বংশের এবং একই মহল্লায় বেড়ে উঠেছেন। উভয়ের বাল্যজীবন কেটেছে পাশাপাশি থেকে। শিক্ষাগ্রহণও প্রায় একইসঙ্গে। তাদের উস্তাদগণও প্রায় একই। হজরত মাওলানা মামলুক আলি (হজরত ইয়াকুব নানুতবির পিতা) ছিলেন হজরত মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেমের বিশেষ উস্তাদ ও পৃষ্ঠপোষক। মাওলানা কাসেম শিক্ষাজীবনে হজরত মামলুক আলির ঘরে থাকতেন। সেখানেই তিনি পড়াশোনা সমাপ্ত করেন। এ হিসেবে মাওলানা ইয়াকুব এবং মাওলানা কাসেমকে যেভাবে নিকট থেকে দেখেছিলেন, আন্দাজই করতে পারছেন নিশ্চয় এর গুরুত্ব কেমন হতে পারে। তার

সঙ্গে এত দীর্ঘকাল ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকা খুব সম্ভব মাওলানা ইয়াকুব ছাড়া দুয়েকজনের ভাগ্যেই ঘটে থাকবে। এত গভীর সান্নিধ্য লাভ তার অন্য কোনো সঙ্গী কিংবা শাগরেদদের পক্ষে পাওয়া মনে হয় সম্ভব ছিল না।

বাল্যকালের সাথি, শিক্ষাজীবনের সতীর্থ, কৈশোর ও যৌবনের বন্ধু; এগুলো এমন এক অবস্থা, যার ফলে একজনের কাছে অপরজনের মানসিকতা, শ্রেষ্ঠত্ব ও দুর্বলতার কারণ—কিছুই গোপন থাকে না। এমন লোকেরা হন পরস্পরের চারিত্রিক ও দীনি দুর্বলতা সম্পর্কে সম্যক অবগত। তারা সাথিকে এমন আঙ্গিকে দেখতে সক্ষম হন—যেভাবে আপনজনসহ ঘরের নিকটজনের পক্ষেও দেখা সম্ভব হয় না। সাধারণত ঘরের মানুষ নিজ সন্তানের ত্রুটিবিচ্যুতি সম্পর্কে থাকেন অনবহিত। এজন্যই বাল্যের সাথিরা একে অপরের ব্যাপারে তেমন আস্থাভাজন হন না; কিন্তু মাওলানা ইয়াকুব—মাওলানার সকল রহস্য ও গোপনীয়তা সম্পর্কে অবগত থাকলেও, তার প্রতি আজীবন এমন আস্থাভাজন ছিলেন, যা সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় না। দূর থেকে তাকে যারা দেখেছে, তারাও তার প্রতি এতটা আস্থাভাজন হতে পারছিলেন না। মাওলানা ইয়াকুব সাহেব হজরত মাওলানার সামনে নিজেকে কিছুই মনে করতেন না। হজরত মাওলানার ৪৮ বছরের জীবনের প্রতিটি কাল ও মুহূর্তের ব্যাপারে সুগভীর জ্ঞান রাখার পরও অকুণ্ঠ চিত্তে তার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকারপূর্বক বলতেন,

'আমাদের দুর্বলতার দরুন মাওলানার শ্রেষ্ঠত্বের প্রভাব আমাদের মধ্যে প্রকাশ পায়নি।'[১]

যদি মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকুব হজরত মাওলানার ব্যাপকভিত্তিক জীবনী রচনার ইচ্ছা করতেন, তাহলে সম্ভবত তার চেয়ে উত্তম কোনো জীবনীগ্রন্থ কেউ লিখতে পারতেন না। কিন্তু তিনি ছিলেন ভীষণ ব্যস্ত মানুষ। কার্যত দারুল উলুমের জিম্মাদার হওয়ার পাশাপাশি ছিলেন সেখানকার শায়খুল হাদিস। ফাতাওয়া লেখা, ওয়াজ-নসিহত, আধ্যাত্মিক সাধনা এবং মানুষের আত্মশুদ্ধির পেছনে সময় দেওয়াসহ পরিবার ও ঘরের সব জিম্মাদারি একাই তাকে সামাল দিতে হতো। এসব কাজকে তিনি খুব গুরুত্ব দিতেন। এ কারণে অবসর সময় খুব কমই পেতেন। তা ছাড়া কিতাবাদি রচনার দিকে স্বভাবতই তার ঝোঁক ছিল কম। তারপরও তিনি হজরত মাওলানার শাগরেদ ও সুহৃদজনের পীড়াপীড়িতে বাধ্য হয়ে সংক্ষিপ্ত এই পুস্তিকাটি রচনা করেন, যা হজরত মাওলানা কাসেম নানুতবি ইন্তেকালের মাত্র তিন বা চার মাসের মাথায় প্রস্তুত হয় এবং তখনই প্রথমবারের মতো ছাপা হয়।

---

[১] হালাতে তায়্যিব মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম : পৃষ্ঠা ৩; প্রথম প্রকাশ ভাওয়ালপুর ১২৯৭ হিজরি।

তবে বক্ষ্যমাণ পুস্তিকাটি অনন্য, বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত এবং ঐতিহাসিক ও ইলমি মূল্য রাখলেও এটি নিয়মতান্ত্রিক কোনো জীবনীগ্রন্থের মতো বিন্যস্ত নয়। এটা শুধু আমার কথাই নয়; বরং মাওলানা কারি তাইয়েব সাহেব রহ.-ও একই মত পোষণ করে থাকেন। কারি সাহেব লেখেন—

'কিন্তু বাস্তবতা এটাই যে, এটি অতি সংক্ষিপ্ত ও সারসংক্ষেপ হওয়ার কারণে এটি কোনো জীবনীগ্রন্থ নয়। বড়োজোর কাসিমি জীবনচরিতের একটি সূচিপত্র। যার মাধ্যমে ঘটনা সম্পর্কে অবহিত ব্যক্তিরা স্মরণিকা পাঠ হিসেবে উপকৃত হতে পারেন। আগে থেকে কিছু না-জানা ব্যক্তি এ থেকে তেমন ফায়দা হাসিল করতে পারবে না।'

ওই রচনায় মাওলানা কারি তাইয়েব সাহেব একথাও লেখেন—

'আমি আমার বুজুর্গদের মুখে শুনেছি, মাওলানা (মুহাম্মাদ ইয়াকুব রহ.) মানুষের পীড়াপীড়ির কারণে এবং নিজের অন্তরকে কিছুটা ভারমুক্ত করার লক্ষ্যে কলম হাতে নিয়ে এই সামান্য কয়েকটি পৃষ্ঠা রচনা করেছেন।'[২]

আমার ধারণা—মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকুব সম্ভবত এটি লেখার পর শান্তভাবে দ্বিতীয়বার দেখে নেওয়ারও সুযোগ পাননি। ফলে এর বিন্যাস সুন্দর হয়নি। কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের একাংশ এখানে, তো অপর অংশ ওখানে সন্নিবেশ করা হয়েছে। এ ছাড়া এর মধ্যে ঐতিহাসিক কিছু বিচ্যুতিও রয়েছে। কিছু সন-তারিখ ঘটনার সঙ্গে যথাযথ মনে হয়নি। এটাও অনুমিত হয়, মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকুব এই স্মরণিকা তৈরিতে মুনশি মুহাম্মাদ কাসেম নয়া নগরির নামে প্রেরিত তার কিছু পত্রও সামনে রেখেছেন।[৩] আর সেই তথ্যগুলোই তিনি এই রচনায় তুলে ধরেছেন। তবে এসব বিচ্যুতির পর সামগ্রিকভাবে এই রচনার বাস্তবভিত্তিক ইলমি ও ঐতিহাসিক অবস্থান স্বীকৃত।

### প্রথম প্রকাশ

এই স্মৃতিচারণ বা জীবনী হালাতে তায়্যিব হজরত মাওলানা কাসেম নানুতবির ইন্তেকালের মাত্র পাঁচ মাস পর ভাওয়ালপুর থেকে প্রকাশ পায়। লেখক হাফিজ আবদুল কুদ্দুস কুদসির গাঙ্গুহ বা আম্বেটের অধিবাসী এক আত্মীয়—যিনি ভাওয়ালপুরে স্থায়ী হয়ে ওখানে প্রেসব্যবসা করছিলেন—তিনি এটি ছাপানোর ব্যবস্থা নেন।

---

[২] মুকাদ্দিমা সাওয়ানিহে কাসিমি, সংকলন মাওলানা মানাজির আহসান গিলানি : ১/৮-৯; প্রথম প্রকাশ দেওবন্দ ১৩৭৩ হিজরি।

[৩] লেখা পর পর্যালোচনার জন্য দেখতে পারেন মাকতুবাতে মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকুব (প্রতি মুহাম্মাদ কাসেম নয়া নগরী) মাতবা আহমদি; আলিনগর : ১৩২৭ হিজরি।

স্মৃতিচারণ বা হালাতে তায়্যিব হজরত মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেমের প্রথম প্রকাশ (কাসেম নানুতবির ইন্তেকাল তথা ৪ জুমাদাল উলা, ১২৯৭ হিজরির পাঁচ মাস পরে) হাফিজ আবদুল কুদ্দুসের ব্যবস্থাপনায় ৭ শাওয়াল, ১২৯৭ হিজরিতে পূর্ণতায় পৌঁছায়।

প্রথম প্রকাশটি ছিল ১১/১৮ সেন্টিমিটার সাইজে ৩৪ পৃষ্ঠার ছোট্ট একটি পুস্তিকা। প্রতি পৃষ্ঠায় ছিল ১৭টি করে লাইন। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত লেখা ছিল ধারাবাহিক। তাতে কোনো অধ্যায়, পরিচ্ছেদ, শিরোনাম বা উপশিরোনাম ছিল না। শব্দ, বাক্য ও লাইনের মধ্যে ফাঁক ছিল একেবারে সীমিত। কোনো প্রকার যতিচিহ্ন ব্যবহৃত হয়নি। মাঝেমধ্যে শুধু বিন্দু (Full Stop) ব্যবহার করা হয়েছিল। তবে এগুলোও যথাযোগ্যতার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়নি। 'ইয়ায়ে মারুফ' ও 'ইয়ায়ে মাজহুল' লেখার ক্ষেত্রেও ছিল প্রচুর অসঙ্গতি। অধিকাংশ শব্দ প্রচীন লিপিরীতিতে লেখা ছিল। তারপরও কাসেম নানুতবির জীবনীগ্রন্থসমূহের মধ্যে এর ছিল আলাদা অবস্থান। নিঃসন্দেহে এটির ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম। এখানে এর শিরোনাম লক্ষণীয়, শব্দ-বিন্যাস প্রথম প্রকাশের মতোই।

মাশা আল্লাহু লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

হালাতে তায়্যিব মৌলভি মুহাম্মাদ কাসেম সাহেব মরহুম, ১২৯৭ হিজরি মাতবায়ে সাদিকুল আনওয়ার ভাওয়ালপুর থেকে হাফিজ আবদুল কুদ্দুস এডিটরের তত্ত্বাবধানে প্রকাশ পেয়েছে।

টাইটেলে লেখকের নাম নেই, তবে ভূমিকা ও পরিশিষ্টে সুস্পষ্টভাবে লেখা আছে যে, এটি মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকুব রহ.-এর রচনা। একটি সংযোজিত কথায় উল্লেখ আছে—

'আল্লাহ তায়ালার ফজলে ফয়েজ ও সম্মানের আধার হজরত হাজি মৌলভি মুহাম্মাদ কাসেম সাহেব মরহুম নানুতবির জীবনী সংবলিত মৌলভি মুহাম্মাদ ইয়াকুব সাহেব রচিত পুস্তিকাখানি বরকতময় ৭ই শাওয়াল, ১২৯৭ হিজরি আল-মুকাদ্দাসে মাতবায়ে সাদিকুল আনওয়ার ভাওয়ালপুর থেকে মাতবার সুপারেন্টেনডেন্ট ও এডিটর হাফিজ আবদুল কুদ্দুসের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হয়ে সুবহে সাদিকের মতো আপন আলোয় আকাশ আলোকিত করেছে।'

প্রথম মুদ্রণ সম্ভবত খুব দ্রুতই ফুরিয়ে গিয়েছিল। তাই একই প্রকাশনী থেকে খুব দ্রুত এর দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশ পায়। ওই মুদ্রণের সাইজ ভেতরের সেটিং এবং উপরের লেখা ঠিক সেভাবেই ছিল, যেভাবে প্রথম মুদ্রণে প্রকাশ পেয়েছিল। কোথাও এটি যে

দ্বিতীয় মুদ্রণ, তা লেখা না থাকায় সাধারণ দৃষ্টিতে তাকালে একে প্রথম মুদ্রণ বলে ভ্রম হতে পারে। তবে একটু গভীরভাবে দৃষ্টি দিলে এটি যে পরবর্তী মুদ্রণ, তা আঁচ করা যায়।

এই মুদ্রণটি প্রথম মুদ্রণ থেকে দুটি দিক থেকে আলাদা ছিল। লিপির ক্ষেত্রে প্রথমটি থেকে এটিতে আলাদা দৃষ্টি দেওয়া হয়েছিল বলে অনুমিত হচ্ছিল। যদিও লাইন, পৃষ্ঠা এবং প্রতিটি প্রথম ও শেষ শব্দ প্রথম মুদ্রণের মতোই ছিল, তবে লিপিশৈলীর দিক থেকে প্রথম মুদ্রণের চেয়ে কিছুটা ভালো দেখাচ্ছিল। বিচ্যুতিও তুলনামূলক কম ছিল। আর গুরুত্বপূর্ণ যে ব্যবধানটি ছিল সেটি হচ্ছে, পরিশিষ্টের লেখা। প্রথম মুদ্রণের শেষে লেখা ছিল—

'তামাম শুদ রিসালায়ে হাজা, ৭ই শাওয়ালুল মুকাররাম, ১২৯৭ হিজরি।'
'এই পুস্তিকাটি ৭ই শাওয়ালুল মুকাররাম সমাপ্ত হয়েছে।'

এই তারিখটি দ্বিতীয় মুদ্রণে লেখা ছিল না। দ্বিতীয় ব্যবধান ছিল, ছাপা সমাপ্তির বাক্য, যা ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। তবে প্রথম মুদ্রণের সমাপ্তিমূলক কথাগুলো ছিল প্রায় চতুষ্কোণাকারে চৌরাভাবে। তাতে ছিল সাড়ে চার লাইন। আর দ্বিতীয় মুদ্রণের সমাপ্তিমূলক কথাগুলো ছিল একটি ত্রিকোণের মধ্যে। তাতে ছিল ১০ লাইন। আরেকটি মামুলি পার্থক্য ছিল—প্রথম মুদ্রণে লেখা ছিল, 'হাফিজ মুহাম্মাদ আবদুল কুদ্দুস সুপারেন্টেনডেন্টের তত্ত্বাবধানে।' তবে দ্বিতীয় মুদ্রণে আবদুল কুদ্দুস-এর পর 'কুদুসি' শব্দ অতিরিক্ত ছিল। একইভাবে প্রথম মুদ্রণের সমাপ্তিমূলক বাক্যের শেষে 'ফাকাত' শব্দ লেখা ছিল, যা দ্বিতীয় মুদ্রণে ছিল না।

### মাতবায়ে মুজতাবায়ির ছাপা

উল্লিখিত মুদ্রণ দুটির পর আমার কাছে আরেকটি সংস্করণ রয়েছে, যেটি প্রকাশ পেয়েছে 'মাতবায়ে মুজতাবায়ি' দিল্লি থেকে ১৩১১ হিজরি জিলকদ—মে-জুন ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দে। এই মুদ্রণটি প্রথম দুটি মুদ্রণ থেকে বেশ কয়েকটি দিক থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। এর পার্শ্বটীকায় শিরোনাম যুক্ত রয়েছে। ইবারতেও প্রচুর পরিবর্তন ও সম্পাদনার স্বাক্ষর সুস্পষ্ট। অথচ কারো জন্য অন্য কোনো লেখকের লেখায় পরিবর্তন তথা সংযোজন-বিয়োজনের অধিকার নেই। সুস্পষ্ট কারণ দর্শানো ও বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া তার লেখার শৈলী ও চেহারা বদলে ফেলার এবং একে নতুন বইয়ের রূপদান বৈধ হতে পারে না।

হালাতে তায়্যিব মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেমের এই সংস্করণ মাওলানা হাফিজ মুহাম্মাদ আহমাদের (মাওলানা কাসেম রহ.-এর পুত্র) নির্দেশে ছাপানো হয়। এর

টাইটেলে লেখা ছিল—

'হাসবে ইরশাদ হজরত মাওলানা মৌলভি হাফিজ মুহাম্মাদ আহমাদ।'
'(হজরত মাওলানা মৌলভি হাফিজ মুহাম্মাদ আহমদের দিকনির্দেশনায়।)'

এই কপির শেষ পৃষ্ঠায় যে ঘোষণা যুক্ত ছিল সেটিও লক্ষণীয়,

'মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকুব যা লিখেছেন, এর মাধ্যমে তার সমসাময়িক জীবনের চিত্র তুলে ধরেছেন। তার (মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম নানুতবির) জীবন সম্পর্কে আরও অনেক জ্ঞাতব্য ও কারামত রয়েছে, যা অন্য কোনো সময় সংযুক্তি হিসেবে এই কিতাবের সঙ্গে ছাপানো হবে।'

এর মাধ্যমে মনে করা হয় হাফিজ আহমাদ সাহেব মুহতামিম পদে আসীন হওয়ার (শুরু ১৩১৩ হিজরি) কয়েক বছর পূর্বে হজরত নানুতবির জীবনচরিত, তার ইলম ও ইফাদাত সংকলন করার ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন। তখন থেকে দারুল উলুমে তার ইহতিমামির শেষ মেয়াদকাল পর্যন্ত এই প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। হজরত নানুতবি সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য, জ্ঞাতব্য, হজরতের লেখা বিভিন্ন কিতাব নিয়ে আলোচনাসহ তার জীবনের বিভিন্ন শাখাপ্রশাখা-সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করে যাচ্ছিলেন। কিন্তু শত আফসোস! মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকুবের এই সংক্ষিপ্ত পুস্তিকার (হালাতে তায়্যিব মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম) সংযুক্তি আজ অবধি প্রণীত ও প্রকাশিত হয়নি।

যা হয়েছে সেটা হলো, হজরতের শাগরেদ এবং তার থেকে উপকৃত হওয়া ব্যক্তিরা তার যেসব জীবনী লিখেছিলেন, একইভাবে তার সমকালীন এবং তার সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যক্তিবর্গ তার ইলমি উত্তরাধিকারের যে বিশাল সংগ্রহ গড়ে তুলেছিলেন, সেই দীনি ও মিল্লি গুরুত্বপূর্ণ ইলমি ভান্ডার—জেনে হোক কিংবা অজান্তে—সব হারিয়ে গেছে।

## মাতবায়ে কাসিমি দেওবন্দ থেকে প্রকাশিত ১৩৩৩ হিজরি

'মাতবায়ে মুজতাবায়ি'র এই কপি ছাড়া আরেকটি হচ্ছে দেওবন্দের 'মাতবায়ে কাসিমি' থেকে প্রকাশিত কপি। এটি ১৩৩৩ হিজরি—আগস্ট ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছে। এ সংস্করণটি দারুল উলুমের মুহতামিম মাওলানা হাবিবুর রহমান সাহেবের তত্ত্বাবধানে প্রকাশ পায়। এটিকে মাতবায়ে মুজতাবায়ির কার্বনকপি বলা যেতে পারে। এর পার্শ্বটীকায় সেই শিরোনামগুলোই রয়েছে, যেগুলো মুজতাবায়ির সংস্করণে ছিল। এ ছাড়া পরিশিষ্ট হুবহু তা-ই, যা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। এ সংস্করণের শেষ পৃষ্ঠায় মাতবায়ে কাসিমি এবং কুতুবখানার পরিচালক মাওলানা ইমাদুদ্দিন আনসারি শেরকুটির নাম লেখা রয়েছে।

কিন্তু এ সংস্করণের ব্যাপারেও হতাশাজনক কথা হচ্ছে, এখানেও সেই পরিবর্তন ও সম্পাদনা যুক্ত ছিল, যা আমরা মাতবায়ে মুজতাবায়ির সংস্করণ সম্পর্কে বলে এসেছি। মাতবায়ে কাসিমির এ কপিটিও আমাদের সংগ্রহে রয়েছে। এই কপির (হালাতে তায়্যিব মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম) প্রথম ও দ্বিতীয় মুদ্রণ মোকাবেলা করে দেখলে যে বিষয়টি প্রতিভাত হয়, এই সংস্করণে মুজতাবায়ে দিল্লি সংখ্যায় যে পরিবর্তন এসেছিল, তার চেয়ে অধিক পরিবর্তন আনা হয়েছে। কোনো কোনো জায়গায় শুধু দুয়েকটি শব্দই নয়; বরং বাক্যের পর বাক্য, এমনকি অর্ধেক লাইন পর্যন্ত বদলে নেওয়া হয়েছে। যদিও এসব পরিবর্তনের ফলে মূল লেখকের উদ্দেশ্য তেমন একটা বিঘ্নিত হয়নি, বাক্যের মূল কথায় তেমন কোনো প্রভাবও পড়েনি; কিন্তু মূল লেখকের লেখায় এ ধরনের বৃদ্ধির কোনো বৈধতা কারো নেই। এর মাধ্যমে কিতাবের ইলমি এবং নির্ভরযোগ্যতার দিকটি মারাত্মকভাবে আহত হয়। এর ফলে বই থেকে মানুষের আস্থা-বিশ্বাস হারিয়ে যায়।

**অন্যান্য সংস্করণ**

মাওলানা মানাজির আহসান গিলানির সাওয়ানিহে কাসিমির (এটি যেন মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকুব রহ. সংকলিত তাজকিরায়ে হজরত মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম রহ.-এর উচ্ছ্বাসপূর্ণ ব্যাখ্যা) প্রথম খণ্ডের শুরুর দিকে এই তাজকিরাও (হালাতে তায়্যিব মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম রহ.) যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এখানেও মূল কপিকে (প্রথম ও দ্বিতীয় মুদ্রণ) ভিত্তি বানানো হয়নি। কিতাবটি পাঠ করলে অনুমিত হয়, এর ভিত্তি হচ্ছে দেওবন্দ থেকে ছাপা হওয়া কপি। এতে দেওবন্দি মুদ্রণে যেটুকু বাড়ানো হয়েছিল, তা বাদ দেওয়া হয়নি; বরং এখানে অতিরিক্ত কিছু পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। এ হিসেবে সাওয়ানিহে কাসিমিতে থাকা হালাতে তায়্যিব মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম রহ.-কে প্রথম ও দ্বিতীয় মুদ্রণসহ মুজতাবায়ে দিল্লি ও মাতবায়ে কাসিমির বাইরে সম্পূর্ণ নতুন সংস্করণ বলা যায়। আর সবচেয়ে দুঃখজনক ব্যাপার হলো, সাওয়ানিহে কাসিমিতে থাকা হালাতে মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম সংস্করণকেই বিশুদ্ধতম সংস্করণ হিসেবে গণ্য করা হয়। এরই ওপর নির্ভর করা হয়। হায় তাআজ্জুব!

সাওয়ানিহে কাসিমিতে সংযুক্ত হওয়ার আগে থেকেই হালাতে তায়্যিব মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম দেওবন্দের অনেক প্রকাশক কর্তৃক একাধিকবার প্রকাশ পেয়েছে। বিশেষ করে 'কুতুবখানায়ে ইমদাদিয়া' থেকে প্রকাশিত হয়েছে, যা আমার সামনে রয়েছে। কিন্তু এতে কোনো নতুনত্ব ছিল না। মূল মতনের ভুলের বাইরে উল্লেখযোগ্য আলাদা কিছু ছিল না, যার ওপর বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়া যায় কিংবা আলোচনায় আনা যায়। ওই সংস্করণগুলোর না কাগজ মানসম্পন্ন, না লেখা তেমন উন্নত, না শিরোনামে লক্ষণীয় কোনো আকর্ষণ ছিল।

হালাতে তায়্যিব হজরত মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম পাকিস্তান থেকেও কমপক্ষে দুবার প্রকাশ পেয়েছে। একটি ছাপিয়েছে কুতুবখানা মির মুহাম্মাদ, আরামবাগ করাচি। এটি মূলত ওই প্রতিষ্ঠান থেকে ছাপা হওয়া নাদির মাজমুআ রাসাইলে মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম নানুতবিতে সংযুক্ত হয়ে ছাপা হয়েছে। এ ছাড়া কমপক্ষে আরেকবার প্রকাশ পেয়েছিল।

এ ছিল হালাতে তায়্যিব হজরত মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম-এর বিভিন্ন কপি-সংক্রান্ত কিছু আলোচনা; যা আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছে। সম্ভবত এর বাইরেও অজানা আরও কপি থাকবে। এদিকে কয়েক বছর যাবৎ ভারত-পাকিস্তানে হালাতে তায়্যিব হজরত মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম-এর কোনো কপি পাওয়া যায় না। প্রয়োজন ছিল এর একটি উত্তম মুদ্রণ বের করা, যা রচিত হবে মাওলানা ইয়াকুবের মূল কপিকে সামনে রেখে। যেখানে থাকবে মূল মতনের ব্যাখ্যা, স্পষ্ট তথ্য ও টীকা। বক্ষ্যমাণ কপিটি এই প্রয়োজন পূরণেরই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

## আলোচ্য সংখ্যার সংযোজনাবলি

বর্তমান কপিটি হচ্ছে ১২৯৭ হিজরিতে ভাওয়ালপুর থেকে প্রকাশিত প্রথম কপির অনুরূপ। এটি যেন তার মূল রূপে বিদ্যমান থাকে, এ ব্যাপারে যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। তবে আমরা আগেই বলে এসেছি, মূল নুসখায় কিছু বিচ্যুতি ছিল। বিশেষ করে লিপিক্রটি দূর করা দরকার ছিল। প্রয়োজন ছিল (ব্যাকরণগত পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ-সংক্রান্ত) কিছু বিচ্যুতিও দূর করার। কিন্তু আমি অপ্রয়োজনীয় পরিবর্তনের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করিনি। তারপরও মূল কপি নতুনভাবে ছাপানোর ক্ষেত্রে দুই ধরনের শুদ্ধিকরণ জরুরি মনে করেছি।

১. যেখানে ব্যাকরণ-সংক্রান্ত সুস্পষ্ট ভুল ছিল, তা ঠিক করা হয়েছে—

طبع اول ص : ٤ پر ہے ۔ باندیاں بک گئے ۔

ص : ٢٠ وہ سب راہ بخیر و خوبی طے ہوا۔

ص : ٢٤ پھر آخر گفتگو ہوئی' طرز گفتگو کے نہ تھی۔

২. একইভাবে যেসব জায়গায় কোনো শব্দ বা অক্ষর বাদ পড়েছিল—

ص : ١٤ اپنا خوش خرّم

ص : ١٨ دو منزلہ کرکہ

৩. এ ধরনের আরও কিছু বিচ্যুতি রয়েছে। দু-তিনটি ছাড়া অধিকাংশগুলোতে হাত দেওয়া হয়নি; যাতে মূল কিতাব কোনোভাবেই প্রভাবিত না হয়। আর হালকা

যে পরিবর্তন নিয়ে আসা হয়েছে, তাতে এ ব্যাপারে জোর দেওয়া হয়েছে যে, তা যেন মূল মতনের থেকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কোনো শব্দ না হয়। মূল লেখকের কোনো বাক্যতে পরিবর্তন নিয়ে আসা হলে তাকে বৃত্তাকার ব্রাকেটের ( ) মধ্যে রাখা হয়েছে। আর অতিরিক্ত কোনো শব্দ যোগ করা হলে, তা স্কয়ার ব্রাকেটের [] মধ্যে রাখা হয়েছে।

৪. পুরো কিতাবের মধ্যে উপশিরোনাম যুক্ত করা হয়েছে। লেখক যেসকল কথা সংক্ষিপ্তাকারে বলে গেছেন, তা টীকায় স্পষ্ট করার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রয়োজন অনুসারে কোথাও সংক্ষিপ্ত, কোথাও দীর্ঘ টীকা যুক্ত করা হয়েছে।

৫. এই সংকলনের মধ্যে এমন কিছু শব্দ রয়েছে, যা বর্তমানে মোটেও ব্যবহার হয় না। হলেও ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু আজকাল যে অর্থ প্রচলিত, সেটি লেখকের উদ্দেশ্য ছিল না। এ ধরনের যে কিছু শব্দ ধরা পড়েছে, তা-ও টীকায় উল্লেখ করা হয়েছে।

৬. আরও দুটি দিক রয়েছে, যেখানে কোনোপ্রকার সংশোধন কিংবা পরিবর্তন আনা হয়নি :

(ক) ইতিহাসগত ভুল, যার মধ্যে কিছু বুনিয়াদি ভুলও রয়েছে।

এক. হজরত শাহ মুহাম্মাদ ইসহাক রহ.-এর হিন্দুস্তান থেকে পবিত্র মক্কায় গমনের বছর-সংক্রান্ত।

দুই.মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকুব রহ.-এর ভাগিনা মাওলানা আবদুল্লাহ আনসারি আম্বেটবির শাহ আবুল মাআলি আম্বেটবির অধস্তন হওয়ার তথ্য।

তিন. এটাও সঠিক নয় যে, মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম এবং মালানা গাঙ্গুহি শাহ আবদুল গনি মুজাদ্দিদি রহ.-এর কাছে শিক্ষার্জন কালেই হজরত হাজি ইমদাদুল্লাহ রহ.-এর হাতে বাইয়াত হয়েছিলেন।

চার. হজরত মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম সাহেব রহ.-এর দ্বিতীয় হজের সফরের সনটিও সঠিক নয়।

পাঁচ. হজরত শাহ মুহাম্মাদ ইসহাকের হিজরতের সন ভুল হওয়ার কারণে নিচের সনসমূহে ভুল সংঘটিত হয়েছিল :

১. মাওলানা মামলুক আলির হজের সফর এবং দিল্লি ফিরে আসার সন।

২. মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেমের নানা মৌলভি ওয়াজিহুদ্দিনের ইন্তেকালের সন।

৩. শিক্ষার উদ্দেশ্যে হজরত মাওলানা কাসেমের দিল্লি যাওয়ার সন।

এসব ভুলের ক্ষেত্রে মতনের মধ্যে কোনো পরিবর্তন না এনে টীকায় হাওয়ালাসহ সঠিক তারিখ লিখে দেওয়া হয়েছে।

কিছু তথ্য এখনো সন্দেহযুক্ত; কিন্তু সেগুলো সুনির্দিষ্ট করে জানার গ্রহণযোগ্য উৎস না থাকায় হাত দেওয়া হয়নি। কিছু উৎস হস্তগত করতে না পারায় পাঠকের তৃষ্ণা মেটাতে টীকা দেওয়া সম্ভব হয়নি। আশা করছি, ইনশাআল্লাহ আগামী কোনো সংস্করণে সেগুলোও পূর্ণতায় পৌঁছানো হবে। এই তাজকিরাকে আরও বেশি উপকারী করার চেষ্টা চলানো হবে।

(খ) এই তাজকিরা রচনাকালে হজরত হাজি ইমদাদুল্লাহ এবং হজরত মাওলানা রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহি জীবিত ছিলেন। মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকুব যেখানেই তাদের নাম উল্লেখ করেছেন, সেখানেই এমন দোয়া-বাচক শব্দ ব্যবহার করেছেন—যেগুলো সাধারণত জীবিতদের ক্ষেত্রেই প্রয়োগ হয়ে থাকে। যেমন, 'মুদ্দা জিল্লুহু', 'সাল্লামাহু' ইত্যাদি। যদিও এসকল বাক্য অনেক ক্ষেত্রে অনুপযোগী মনে হয়েছে; কিন্তু এতেও কোনো পরিবর্তন নিয়ে আসা হয়নি।

(গ) হজরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকুব নানুতবির এই সংকলন নিয়মতান্ত্রিক কোনো তাজকিরা বা জীবনীগ্রন্থ নয়। এটি বড়োজোর একটি স্মরণিকা। তাই লেখকের মূল উদ্দেশ্যের কোনো ক্ষতি না করে একে নতুন আঙ্গিকে সাজানো উচিত। যেসকল ঘটনা বিক্ষিপ্তভাবে এসেছে, সেগুলো যথাস্থানে নিয়ে এসে একে পরিপূর্ণতার অবয়ব দেওয়া হবে। আর যেসকল কথা অসম্পূর্ণ থেকে গেছে, সেগুলোকে পূর্ণতা দেওয়ার মধ্য দিয়ে গ্রন্থটি উপকারী হবে এবং দলিল দেওয়ার ক্ষেত্রেও গ্রহণযোগ্যতা পাবে ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে পাঠকসমীপে নিবেদন, হজরত মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম, মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকুব নানুতবিসহ এই গুরুত্বপূর্ণ তাজকিরার প্রকাশ ও বিশুদ্ধতা দেওয়ার পেছনে শ্রমদাতা উলামায়ে কেরাম রাহিমাহুমুল্লাহর পাশাপাশি অধীন লেখককেও আপনাদের দোয়ায় (বিশেষ করে মাগফেরাতের দোয়ায়) স্মরণ করবেন। আর এই তাজকিরা রচনায় কোনো বিচ্যুতি থাকলে জানিয়ে বাধিত করবেন। আপনাদের এহেন সহযোগিতায় গ্রন্থটির আগামী সংস্করণ আরও উন্নত হবে বলে আশা রাখি। ওয়ামা তাওফিকি ইল্লা বিল্লাহ।

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالىٰ على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين ومن تبعهم الى يوم الدين.

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

## হামদ ও নাত

হে আমার ইলাহ, তোমার কুদরতের কী অপরূপ প্রকাশ। কী চমৎকার দৃশ্য দেখাও, আবার তা পর্দার আড়ালে টেনে নাও। কী সুন্দর সূর্য উদয় হয় এবং চমক ও ঝলক দেখিয়ে আবার তা অস্তাচলে হারিয়ে যায়। সকল গুণ ও প্রশংসা আপনারই—সর্বত্র যার প্রশংসা। সকল পূর্ণাঙ্গ গুণ তো আপনারই—আপনিই এসব গুণের আধার। আপনি সকল ত্রুটি থেকে পবিত্র ও মুক্ত। স্থলে বা জলে যা কিছু আছে, সব আপনার অধীন। আকাশ হচ্ছে একটি বুদ্বুদ, আর জমিন—সে তো এক মুঠো মাটি। সব কিছুর মধ্যে আপনারই রূপের ছটা। আপনি সবার চেয়ে ঊর্ধ্বে, সবার চেয়ে পবিত্র।

কোন জবানের সাধ্য আছে আপনার প্রশংসা করার। যেখানে খোদ প্রথম ও শেষের গর্ব, রাসুলদের সরদার, রাহমাতুল্লিল আলামিন সাইয়েদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

لا أُحصي ثناءً علَيكَ أنتَ كما أثنَيتَ علَى نفسِك

> ‘আমি আপনার মর্যাদানুপাতে প্রশংসা করতে পারি না। আপনি তেমনই, যেমনটি নিজের প্রশংসা করেছেন।’[৪]

---

৪. শব্দগুলো আম্মিজান আয়েশা রা.-এর বর্ণনায় উল্লিখিত নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি দোয়ার অংশ। পুরো দোয়াটি হচ্ছে,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ ، لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ

‘হে আল্লাহ, আমি তোমার সন্তুষ্টির মাধ্যমে তোমার অসন্তুষ্টি থেকে, তোমার নিরাপত্তার মাধ্যমে তোমার শাস্তি থেকে এবং তোমার রহমতের মাধ্যমে তোমার রাগ থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। আমি তোমার মর্যাদানুপাতে প্রশংসা করতে পারি না—তুমি যেভাবে নিজের প্রশংসা করেছ।’

লাখো নয়; বরং অসংখ্য-অগণিত রহমত, সালাম, সালাত ও সানা বর্ষিত হোক পবিত্র আত্মা (প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তার আল-আসহাবের ওপর। আরও সকল পবিত্রাত্মা আলেম, জাহেদ, ফকির ও আবেদের ওপর, আমিন।

## কৈফিয়ত

হামদ ও সালাতের পর অণুর চেয়েও ক্ষুদ্র বান্দা মুহাম্মাদ ইয়াকুব[৫] নানুতুবি বিন মিকদামুল উলামা জনাব মৌলভি মামলুক আলি নানুতবি[৬] বন্ধুগণ সমীপে নিবেদন

---

হাদিসটি ইমাম মুসলিম, ইমাম আবু দাউদ এবং নাসায়ি আবওয়াবুস সুজুদে এবং ইমাম তিরমিজি আবওয়াবুদ দাওয়াতে উল্লেখ করেছেন। এ ছাড়া আরও অনেক মুহাদ্দিস, বিশেষ করে আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. প্রমুখও বর্ণনা করেছেন। এই হাদিসটি সনদ ও বিশুদ্ধতার মানে অনেক ঊর্ধ্বে। শায়েখ আহমাদ জাইন মুসনাদে আহমাদের হাশিয়ায় লেখেন, এর সনদ সহিহ। রিজালগণও গ্রহণযোগ্য উলামা। মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ২৪১৯৩; পৃষ্ঠা : ২৯০; খণ্ড ১৭; কায়রো : ১৪১৬ হিজরি।

৫. মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকুব রহ.-এর জন্ম ১৩ই সফর, ১২৪৯ হিজরি—২রা জুলাই, ১৮৩৩ খ্রিষ্টাব্দের মঙ্গলবার। পিতা মামলুক আলি, হজরত শাহ আবদুল গনি এবং হজরত মাওলানা কাসেমসহ আরও অনেক আলেম থেকে ইলম অর্জনের পাশাপাশি দিল্লি কলেজেও পড়াশোনা করেন। শিক্ষার্জন শেষে আজমিরে শিক্ষকতা করেন। আজমির থেকে তাকে বেনারসে স্থানান্তর করা হয়। পরে বেনারস থেকে রুড়কিতে পাঠানো হয়। ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের পর দেশে অবস্থান করেন। এরপর দারুল উলুম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠা করা হলে তিনি এর বুনিয়াদি সহযোগী, সক্রিয় উপদেষ্টা এবং প্রধান শিক্ষক নিয়োজিত হন। হজরত হাজি ইমদাদুল্লাহ থানভি মুহাজিরে মক্কি রহ.-এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন। তাকে খেলাফত ও ইজাজত প্রদান করা হয়।

মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকুব রহ. একজন খ্যাতিমান আলেম, শিক্ষক, আধ্যাত্মিক পুরুষ এবং বিশিষ্ট কামিল ব্যক্তি ছিলেন। গুরুত্বপূর্ণ পত্রাবলি, বিচ্ছিন্ন ফাতাওয়া এবং জিয়াউল কুলুবের (হজরত হাজি ইমদাদুল্লাহ) আরবি তরজমাসহ দুয়েকটি কিতাব স্মরণিকা হিসেবে রেখে গেছেন। ১৩ বছর দারুল উলুম দেওবন্দে সেবাদানের পর, ৫৪ বছরে বয়সে ১৩০২ হিজরির ১লা রবিউল আউয়াল—২০শে ডিসেম্বর, ১৮৮৪ খ্রিষ্টাব্দে সোমবার হঠাৎ করে ডায়রিয়া আক্রান্ত হয়ে ওই রাতেই ইন্তেকাল করেন। নানুতায় তাকে সমাহিত করা হয়। সংক্ষিপ্ত পরিচিতি জানতে দেখুন, তামহিদ মাকতুবাতে মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকুব নানুতবি, প্রতি : মৌলভি মুহাম্মাদ কাসেম নয়া নগরী। তামহিদ মারতাবায়ে হাকিম আমির আহমাদ ইশরাতি, নানুতবি। ছাপা প্রথম সংস্করণ, ১২৯৭ হিজরি। সম্পাদনা ও তত্ত্বাবধানে হাকিম আমির আহমাদ (মাতবা আহমদি আলিগড়, ১৩২৭ হিজরি)।

৬. উস্তাজুল উলামা মাওলানা মামলুক আলি রহ. ছিলেন মৌলভি আহমাদ আলি নানুতবির সুযোগ্য সন্তান। ১২০৪ হিজরি—১৭৭৯ খ্রিষ্টাব্দে তার জন্ম। মুফতি এলাহি বখশ কান্ধালভিসহ এলাকার অন্যান্য আলেম থেকে ইলম অর্জন শেষে উচ্চতর শিক্ষার উদ্দেশে দিল্লি সফর করেন। দিল্লিতে কয়েকজন উস্তাদের কাছে এক-দুই সবক নেওয়ার পর মাওলানা রশিদুদ্দিন খানের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। সেখান থেকেই তিনি সমাপনী সনদ অর্জন করেন। ১২৪০ হিজরি—১৮২৫ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লি কলেজের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হলে, সেখানে প্রথম সহকারী শিক্ষক নিযুক্ত হন। পরে প্রধান শিক্ষকের আসনে অধিষ্ঠিত হন। উভয় পদে প্রায় ২৬ বছর শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করেন। এই দায়িত্বে থাকাকালেই ইন্তেকাল করেন।

করছে, আপনারা অধীনকে বলছিলেন, মাখদুম ও মুকাররাম জনাব মৌলভি মুহাম্মাদ কাসেম সাহেব মরহুম সম্পর্কে যা স্মরণ হয়, উচিত হবে সেগুলো যেন কলমে লিপিবদ্ধ হয়। যাতে এগুলো আমাদের জন্য তাজকিরা এবং আগামী প্রজন্মের জন্য স্মরণিকা হয়ে থাকে। আপনাদের আবেদন ওয়াজিব মনে করেই ব্যস্ততার মধ্যেও অল্পস্বল্প যেসব কথা স্মরণ হচ্ছে, তা লিখছি।

---

মাওলানার ইলমি স্মরণিকা হিসেবে কয়েকটি সংকলন ও অনুবাদ রয়েছে। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি ছিল সুনানে তিরমিজির আরবি মতন সম্পাদনা এবং এর উর্দু অনুবাদ। এ ছাড়া তিনি ইউক্লিডের চারটি নিবন্ধের অনুবাদসহ তারিখে ইয়ামিনির সম্পাদনা, হাশিয়া, (মাসউদির বিখ্যাত রচনা মুরুজুজ জাহাবের সংক্ষেপ) কিতাবুল আখবার ফি ওয়াল আসারও তার ইলমি কাজের নমুনা।

মাওলানার সবচেয়ে বড় কাজ ছিল সেসকল ছাত্রকে শিক্ষাদীক্ষা দান, যারা পরবর্তীকালে উপমহাদেশের ইলমি আকাশে চাঁদ ও সূর্য হিসেবে আলো ছড়াচ্ছিলেন। তাদের মধ্যে হজরত মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম ছাড়াও মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকুব নানুতবি, মাওলানা রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহি, মাওলানা মুহাম্মাদ মাজহার রাহিমাহুমুল্লাহ উল্লেখযোগ্য। স্যার সাইয়েদ আহমাদকেও মাওলানার শাগরিদের মধ্যে গণ্য করা হয়, যা ঠিক নয়। মাওলানা মামলুক আলি ৬৩ বছর বয়সে জণ্ডিসে আক্রান্ত হন। খোদ মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকুব এ বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। এক সপ্তাহ রোগাক্রান্ত থাকার পর ১২৬৭ হিজরির ১১ই জিলহজ—৭ই অক্টোবর ১৮৫১ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। বিস্তারিত জানতে দ্রষ্টব্য তাজকিরাহ উস্তাজুল উলামা মাওলানা মামলুক আলি রহ.; সংকলন নুরুল হাসান রাশিদ, কান্দালা। (কান্দালা, ১৪৩০ হিজরি : ২০০৯ খ্রিষ্টাব্দ)

# জীবনচরিতের শুরুর কথা

## মাওলানার জন্ম তারিখ

মাওলানা কাসেম নানুতবি ছিলেন বয়সে আমার থেকে কয়েক মাসের বড়। তার জন্ম ১২৪৮ হিজরির শাবান অথবা রমজানে।[৭] তার ঐতিহাসিক নাম খুরশিদ হুসাইন। আমার জন্ম ১৩ সফর, ১২৪৯ হিজরিতে। ঐতিহাসিক নাম মনজুর আহমাদ।[৮] তার ও আমার মধ্যে বংশগত নৈকট্য ছাড়া আরও অনেক বিষয়ে ঐক্য রয়েছে। আমরা ছিলাম একই মক্তবের, একই জন্মভূমির,[৯] একই বংশের,[১০] জামাতা হিসেবে একই

---

৭. সঠিক জন্ম-তারিখ : মাওলানা ইয়াকুব এখানে হজরত মাওলানার জন্ম-তারিখ হিসেবে ১২৪৮ হিজরি শাবান বা রমজান—জানুয়ারি বা ফেব্রুয়ারি ১৮৩৩ খ্রিষ্টাব্দের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু বিয়াজে ইয়াকুবিতে তিনিই মাওলানার জন্ম তারিখ ১২৪৮ হিজরির শাওয়ালের (মার্চ, ১৮৩৩ খ্রি.) কথা উল্লেখ করেছেন। (বিয়াজে ইয়াকুবি : ১৫২; প্রথম প্রকাশ, থানাভবন, ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দ) যদিও বিয়াজের এই সংযুক্তি খোদ মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকুবের হাতের নয়; বরং অন্যের হাতে। তারপরও বিয়াজের এই সংযুক্তির পূর্বাপর কথাগুলো খোদ মাওলানার হাতে লেখা। এ থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়, এ সংযুক্তি মাওলানার দিকনির্দেশনায়; বরং বলতে গেলে তারই অনুলিপিকরণের মাধ্যমে সংযুক্ত হয়েছে। এ ছাড়া এ সংযুক্তি মাওলানা ইয়াকুব সাহেবের জীবনের শেষদিকে (প্রায় ১৩০০ হিজরির দিকে) লেখা হয়েছে। তাই মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম রহ.-এর জন্মসাল হিসেবে শেষোক্ত এই লেখাটিই অধিক সঠিক বলে মনে হয়।

৮. বিয়াজে ইয়াকুবিতে মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকুব তার দুটি ঐতিহাসিক নাম উল্লেখ করেছেন। একটি গোলাম হুসাইন, অপরটি শামসুজ্জোহা। (বিয়াজে ইয়াকুবি : ১৫১; প্রথম প্রকাশ, থানাভবন, ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দ)

৯. মহল্লাও একই ছিল। অবস্থান ছিল নানুতা (Nanota) জেলার সাহারানপুরের জামে মসজিদের কাছে।

১০. উভয়ের দাদা এক। এর বিস্তারিত বিবরণও মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকুব লিখে দিয়েছেন, যা নিচের শাজারা থেকে অনুমেয়।

মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকুব বিন মাওলানা মুহাম্মাদ মামলুক আলি বিন মৌলভি আহমাদ আলি বিন হাকিম গোলাম শরফ বিন হাকিম আবদুল্লাহ বিন শায়েখ আবুল ফাতাহ বিন শায়েখ মুহাম্মাদ মুফতি বিন মৌলভি হাশিম। এই পরিবারের সন্তান হচ্ছেন, মাওলানা মুহাম্মাদ মাজহার, মাওলানা মুহাম্মাদ আহসান ও মাওলানা মুহাম্মাদ মুনির, তাদের পিতা হাফিজ লুৎফ আলি বিন হাকিম গোলাম শরফ। এরপর তাদের বংশধারা মাওলানা ইয়াকুবের বংশধারার অনুরূপ। অপরদিকে নানুতবির বংশধারা হচ্ছে,